খবরে প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 66 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 14 November, 2025 ● ২৭ কার্তিক, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

কোটি টাকার প্রোমো ফেস্ট, বেকারত্বে ডোবা রাজ্যে কতটা প্রাসঙ্গিক ?

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ প্রোমো ফেস্ট, ত্রিপুরা রাজ্যে নয়া সরকারের নয়া প্রয়াস। উদ্দেশ্য রাজ্যের ট্যুরিজম কে উন্নত করা এবং পর্যটন কেন্দ্র গুলিতে আরও বেশি বেশি পরিমাণে পর্যটক দের আনা। যাতে করে রাজ্যের পরিবহন থেকে শুরু করে ছোট বড় সব ধরণের ব্যবসায়ী দের উপার্জন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই প্রোমো ফেস্ট এর সাথে পর্যটন ক্ষেত্র গুলির উন্নীতকরনের আদৌ কোনো মিল আছে কিনা, তা বুঝেই উঠতে পারছেন না একটা অংশের ইন্টেলেকচুয়াল মানুষ। ২০২৩ সালে দ্বিতীয় দফায় রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হবার পর নয়া মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী দের অদল বদল হয়। তখন পর্যটন, পরিবহন ও খাদ্য দপ্তরের দায়িত্ব এসে পরে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর কাঁধে। বিশেষ করে পর্যটন দপ্তর কে আরও উন্নত করতে উনি বিশেষ প্রয়াস চালাতে শুরু করেন। সে বছর থেকেই শুরু হয় "প্রোমো ফেস্ট" নামক একটি বিশেষ কর্মসূচী। যেখানে প্রতি বছর দেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী দের নিয়ে রাজ্যের উল্লেখ যোগ্য পর্যটন কেন্দ্র গুলোতে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে করে তাদের মাধ্যমে রাজ্যের নাম বহিঃরাজ্যে ও পৌঁছে যাবে এটাই ছিল উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবায়িত হল কতটা এই উদ্দেশ্য তা অবশ্য আজো সঠিক ভাবে বলা যায়নি। বিগত বছর এই প্রোমো ফেস্ট এর অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের প্রসিদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র যেমন ঊনকোটি, নারকেল কুঞ্জ , জম্পুই হিল , নীরমহলে বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এর পর রাজধানীর আস্তাবল ময়দানে দেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী "শ্রেয়া ঘোষাল" এর একটি কনসার্ট ও হয়। যেখানে

হাজার হাজার শ্রোতারা তাদের প্রিয় শিল্পী কে এক নজর দেখতে ও তার গান শুনতে উপস্থিত হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে উনি একজন কিংবদন্তী শিল্পী। ত্রিপুরা রাজ্যে তার আগমন বিশেষ ভাবে তাৎপর্য পূর্ণ। কিন্তু এতে পর্যটন বিভাগের কতটা উন্নতি সাধিত হল ? সেই হিসেব আজো পাওয়া যায়নি। ঐ কনসার্ট বাবদ কোটি কোটি টাকা খরচ করেছিল ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তর। কিন্তু কত কোটি ? সেই তথ্য অব্দি প্রকাশ পায়নি। আরটিআই করাতে চাইলে দপ্তর সহযোগিতা করেনি। এবছর আবারো ঘটা করে প্রোমো ফেস্ট আয়োজিত হচ্ছে। ৯ই নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে প্রোগ্রাম। প্রথম অনুষ্ঠান টি হয় নারকেল কুঞ্জে। আগামী ১৬ই নভেম্বর বিলোনিয়া তে আবারো আসছেন পলক মুচ্ছাল। আর আগামী ১২ই ডিসেম্বর আগরতলার বিবেকানন্দ ময়দান (আস্তাবল ময়দান) এ আসছেন "জুবিন নউটিয়াল"। আবারো মাঠ ভরা শ্রোতাদের মাঝে হাড়িয়ে যাবে কি এই প্রশ্ন ? এই প্রোমো ফেস্ট এর কারণে আদৌ কি লাভ হচ্ছে পর্যটন দপ্তরের ? শোনা যাচ্ছে এবারের প্রোমো ফেস্ট বাবদ বহু কোটি অর্থ খরচ হচ্ছে। এই পরিমাণ টাকা যদি রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্র গুলো কে উন্নত করতে কিংবা বেকার দের রোজগার প্রদান বাবদ নতুন নতুন সংস্থা নির্মাণের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হতো তবে কি স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের আর্থ সামাজিক চেহারার উন্নতি ঘটতো না ? অনেকেরই প্রশ্ন, জনগণের ট্যাক্স এর টাকায় এধরণের মনোরঞ্জন কি আদৌ মানুষের প্রাথমিক চাহিদা ? কয়েক ঘণ্টার আনন্দ উপভোগ অবশ্যই কোনো বড় ধরণের অন্যায় নয়। কিন্তু এই অর্থ কি আদৌ সঠিক ভাবে সঠিক জায়গায় ব্যয় হচ্ছে ? তাছাড়া , যে শিল্পী দের দ্বারা রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রের প্রচার প্রসারের দাবী রাখছেন দপ্তরের মন্ত্রী তাদের কোনো সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো পর্যটন ক্ষেত্রের প্রচার হতে দেখা যায়নি। এমনকি খোদ ত্রিপুরা ট্যুরিজম এর ব্র্যান্ড আম্বাসেটর সৌরভ গাঙ্গুলি কে সচরাচর ত্রিপুরায় আসতে কিংবা ত্রিপুরার পর্যটন নিয়ে কথা বলতে শোনা যায়না। তাহলে ত্রিপুরার জনগণের ট্যাক্স এর অর্থ ব্যয় করে বহিঃরাজ্যের শিল্পী দের কে এ রাজ্যে আনা এবং রাজ্যের অর্থ বহিঃরাজ্যে বিলিয়ে দেওয়ার ফলে এই রাজ্যের পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নতি কিভাবে হচ্ছে ? স্থানীয় শিল্পীরা এ রাজ্যের মঞ্চে অপমানিত হন। মঞ্চ থেকে অর্ধেক গান গেয়ে নেমে যেতে হয় শিল্পীদের। ওদিকে বহিঃরাজ্যের শিল্পীদের বড়াই করে ডেকে এনে মনোরঞ্জন দেওয়া হয় রাজ্য বাসী কে। মানুষ কি আদৌ এই কয়েক মুহূর্তের আনন্দ চায় ? এসব করে যুব সমাজ কে কয়েক মুহূর্তের জন্যে আসল মোদ্দা থেকে সরিয়ে দেওয়া সহজ হলেও দিনশেষে চাকরি হীনতা, বেকারত্ব, রোজগার এর দুশ্চিন্তাই কি সব চাইতে বড় চিন্তার বিষয় নয় ? এই প্রশ্ন গুলোই আঁখেরে থেকে যাচ্ছে। আর তাই প্রশ্ন উঠছে, ত্রিপুরা রাজ্যের মতো একটি ছোট্ট রাজ্য যেখানে আজো শিক্ষিত বেকারেরা চাকরীর আশায় ঘুম কামাই করে তাদের কথা না ভেবে এই প্রোমো ফেস্ট এর আয়োজনে কোটি কোটি টাকা বিলিয়ে দেওয়া কতটা " সুশাসনের " প্রমাণ বহন করে !

বিজেপি সরকারকে বেকার বিরোধী সরকার বলে আখ্যা দিলেন নবারুন দেব

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ বর্তমান বিজেপি জোট সরকারের বেকার বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন ওয়াইএফআই (চ্জ্জ)-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব। বৃহস্পতিবার সেকেরকোট পূর্ব পাড়ায় আয়োজিত সংগঠনের ১০ম সেকেরকোট অঞ্চল সম্মেলনে তিনি বলেন, "বেকারদের প্রতি এই সরকারের উদাসীনতা দেশকে গভীর সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আজ যুব সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। কাজের অভাবে বহু তরুণ বিদেশে পাড়ি জমাচ্ছেন, কেউ কেউ আবার নেশার জালে আটকে পড়ছেন। এই পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়; এর পরিবর্তন আনতে হলে আমাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।" সম্মেলন উপলক্ষে গোটা অঞ্চল সাজানো হয়েছিল পতাকা, ফ্লেক্স, ফেস্টুনে। সকাল থেকেই এলাকায় উৎসবের আবহ। কর্মীদের উপস্থিতি এবং জনসাধারণের আগ্রহে সম্মেলনটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সংগঠনের তরফে জানানো হয়, অঞ্চল ভিত্তিক সংগঠনের কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করতে প্রশাসনিকভাবে অঞ্চলকে বিভক্ত করা হয়েছে। ফলে দুটি নতুন অঞ্চল কমিটি গঠিত হয় সেকেরকোট অঞ্চল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন তাপস দাস এবং সভাপতি টিটন দাস। অন্যদিকে ফুলতলি---পান্ডবপুর অঞ্চল কমিটির সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সফিকুল ইসলাম ও সম্পাদক হিসেবে কার্তিক দাস। নবারুন দেব তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আজ বিজেপি সরকার এমন এক ব্যবস্থা চালু করেছে, যেখানে বেকারদের প্রতি সহানুভূতি তো দূরের কথা, তাদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। চাকরির বাজার সংকুচিত, শিক্ষিত যুবকেরা হতাশ। এর ফলেই সমাজে নেশা ও অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। এই অবস্থা যদি বদলাতে হয়, তবে যুব সমাজকে সংগঠিত হতে হবে।" তিনি ইতিহাসের উদাহরণ টেনে বলেন, "১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত বিপ্লব প্রমাণ করেছিল রাষ্ট্র চাইলে কীভাবে প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাত্রার দায়িত্ব নিতে পারে। জন্ম থেকে কর্মসংস্থান, শিক্ষা থেকে খাদ্য সব ক্ষেত্রেই সোভিয়েত সমাজতন্ত্র এক নতুন দিশা দেখিয়েছিল। শিশুর জন্মের পর রাষ্ট্র তার দায়িত্ব নিত, কেউ বেকার থাকলে সরকার তার কাজের ব্যবস্থা করত। এই সমাজব্যবস্থা দেখিয়েছিল, সমাজতন্ত্র কীভাবে মানুষের জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে।" নবারুন দেব আরও বলেন, "আমাদের দেশে আজ সরকার ৯০ শতাংশ গরিব ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কোনো নীতি নিচ্ছে না। ধনীদের পক্ষে নীতি নেওয়া হচ্ছে, গরিবদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। শিক্ষা ও চিকিৎসা আজ টাকার হাতে বন্দি। টাকা থাকলে ডাক্তারি পড়বে, না থাকলে মেধা থাকলেও সুযোগ পাবে না এটা সমাজতন্ত্র নয়, এটা অন্যায়। আমরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছি, কারণ আমাদের দাবি খুব স্পষ্ট দেশে প্রতিটি যুবকের হাতে কাজ চাই, প্রতিটি পরিবারের মুখে ভাত চাই।" তিনি বলেন, "সমস্যার সমাধান আকাশ থেকে নামবে না, ভগবান এসে করে দেবেন না। আমাদেরই করতে হবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাসে দেখা গেছে যখন হিটলার মস্কোর দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন স্তালিন আহ্বান করেছিলেন পিতৃভূমি রক্ষার। দুই কোটি মানুষ নিজের জীবন দিয়ে মাতৃভূমি বাঁচিয়েছিলেন। সেই চেতনা, সেই সংগ্রামের নাম সমাজতন্ত্র। আমরা চাই, সেই চেতনা থেকেই ভারতবর্ষের যুব সমাজ আবার মাথা তুলে দাঁড়াক।" নবারুন দেবের বক্তব্যে একদিকে যেমন ছিল ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত, অন্যদিকে ছিল বর্তমান সমাজ-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তীব্র বিশ্লেষণ। তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন "কেউ গাছতলায় থাকবে আর কেউ পাঁচতলায়, তা হতে পারে না। শিক্ষা, কাজ, চিকিৎসা সবকিছুতে সমান অধিকার চাই। আমাদের সংগ্রাম এই সাম্যবাদের জন্য, এই সমাজতন্ত্রের জন্য।" এদিনের এই সম্মেলন শুধু রাজনৈতিক ভাষণ নয়, বরং ছিল এক নতুন প্রজন্মের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাকে পুনরুজ্জীবিত করার ডাক। ওয়াইএফআই-এর এই উদ্যোগে এলাকায় নতুন উদ্দীপনা তৈরি হয়েছে, এবং সংগঠনের নেতৃত্ব আশা করছেন, এই ঐক্যবদ্ধ যুবশক্তিই আগামী দিনে বেকারত্ব ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনের ভিত্তি গড়ে তুলবে।

দারোগাবাড়িতে ট্রাফিক অভিযানে ওভার স্পিডে জরিমানা

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ *আজ সদর আগরতলা ট্রাফিক ইউনিটের উদ্যোগে দারোগাবাড়ি এলাকায় পরিচালিত হলো বিশেষ ট্রাফিক অভিযান। নেতৃত্বে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর তপন দাস। সেকেন্ড কোট দারোগাবাড়ি এলাকায় প্রতিনিয়ত ঘটে চলা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে আজ সকালে ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ এনফোর্সমেন্ট অভিযান চলে। বিভিন্ন যানবাহনের বিরুদ্ধে ওভার স্পিড, ওভারটেক ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকার অভিযোগে জরিমানা করা হয়. এদিন সাব-ইন্সপেক্টর তপন দাস জানান, আমরা প্রতিদিন এনফোর্সমেন্টে থাকি। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৮১০টা এনফোর্সমেন্ট গাড়ি আছে, প্রতিটি জেলায় অন্তত একটা করে আছে। আমাদের ট্রাফিক ইউনিটের দুটো গাড়িতে ফ্লিটাডার গান লাগানো হয়েছে, যাতে গাড়ির স্পিড মনিটর করা যায়। যারা অতিরিক্ত স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছে, আমরা তাদের ফাইন করছি। আজকের অভিযানে মোট প্রায় ১৪,০০০ টাকার মতো জরিমানা হয়েছে। এর মধ্যে ওভার স্পিড ও ডকুমেন্ট সংক্রান্ত ফাইনও রয়েছে। অফিসার আরও জানান, দুর্ঘটনার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ওভার স্পিড ও ওভারটেকিং। তাই সবাইকে ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি। সবার কাছে অনুরোধ, ট্রাফিক রুলস মেনে চলুন। অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালাবেন না। কাগজপত্র ঠিক রাখুন, যাতে নিরাপদে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন।*

মতিনগর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে এক গুচ্ছ অভিযোগ

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ প্রধান শিক্ষিকার দৌলতে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো। আর তাতেই এক প্রকার ক্ষুব্ধ বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি থেকে শুরু করে বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকারা। ঘটনা টি ঘটেছে মতিনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে। অভিযুক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা নবলক্ষ্মী দেববর্মা। অভিযোগ উনি বিদ্যালয়ে আসার পর থেকে বিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা বেহাল হয়ে পড়েছে। কোন নিয়ম শৃঙ্খলা নেই। এমনই শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান অব্দি সঠিক ভাবে হচ্ছে কিনা সেদিকে উনার কোনো ধরণের নজর নেই। গুণধর এই প্রধান শিক্ষিকা পরিচালন কমিটির কাউকে পর্যন্ত পাত্তা দিতে নারাজ। যদি পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান থেকে আরম্ভ করে কোন সদস্যরা আসে বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে আলোচনা করার জন্য তাদেরকে বসতে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। উল্টে তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করছেন ঐ দিদিমণি। অভিযোগ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা হয়ে উনি নিজেই

সময় মত বিদ্যালয় আসছেন না। প্রতিনিয়ত বিদ্যালয়ে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন উনি। পরিচালন কমিটিকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজের মতো করে যা নয় তাই করছেন এমনটাও অভিযোগ তার বিরুদ্ধে। এভাবে অভিযোগ তুললেন বিদ্যালয়ে পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান শরিফুল ইসলাম। আরো অভিযোগ গত কয়েক মাস যাবত বিদ্যালয়ের বাউন্ডারির ভিতরে এক শ্রেণীর উশৃঙ্খল যুবকরা প্রতিনিয়ত মদ্যপান করছে। বিদ্যালয়ের দরজা খুলে রেখে ক্লাসরুমে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাচ্ছে সমাজ বিরোধীরা। আর গতকাল রাত্রি বেলা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর কক্ষ থেকে দুইটি ফ্যান চুরি করে নিয়ে যাই চোরের দল শ্রেণিকক্ষের দরজার তালা ভেঙ্গে। শুধু তাই নয় পানীয় জলের ট্যাঙ্ক এর সমস্ত জলের ট্যাবগুলি চুরি করে নিয়ে যায় চোর। এসব বিষয়ে ও নবও লক্ষ্মী দেবীর কোনো তদন্ত নেই। এমনকি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে ঘোরাফেরা করলেও প্রধান শিক্ষিকা কিছু বলেন না। এদিকে প্রধান শিক্ষিকাকে গোটা বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন তাদের কথাগুলি সবগুলি বানানো এবং মিথ্যা। তিনি বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে অনেক কাজ করে যাচ্ছেন আগামী দিনেও কাজ করবেন। এদিকে পরিচালন কমিটির অভিযোগ এলাকার একটি চক্র তাদের নামে দুর্নাম করার জন্য এভাবে মেতে উঠেছেন। আর সেই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে প্রধান শিক্ষিকা। এদিকে বুধবার রাত্রিবেলা স্কুল থেকে দুটি ফ্যান চুরির ঘটনার ফলে আমতলী থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন পরিচলন কমিটির পক্ষ থেকে। তাদের দাবী চোর চক্র ও তাদের সাথে জড়িত দের যাতে অতিসত্বর খুঁজে বেড় করে পুলিশ। অন্যদিকে এই প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ও যাতে জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। অন্যথা মতিনগর স্কুলের শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ আরও তলানিতে গিয়ে ঠেকবে।

লালের দখলে যাচ্ছে পাহাড়, মথা বিজেপির বুকে টান টান উত্তেজনা

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ বিজেপি মথার বুকে হাল্কা করে টন টন ব্যথা অনুভূত হতে শুরু করেছে। কারণ পাহাড়ে তাদের একটু একটু করে গড়ে তোলা তাসের ঘর এক ঝটকায় ভেঙ্গে গুড়িয়ে যেতে বসেছে। বিজেপি মথা কারোর কোনো প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়নি। আর এটাই তাদের উপর থেকে পাহাড়ের জনজাতি দের ভরসা হাড়িয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ। মঞ্চে ময়দানে যতই গলা চিড়ে তারা বলুক , তারা জনজাতি দের সরকার। তারা জনজাতি দের জন্যে ভাবে। আসলেই তারা কাদের জন্যে ভাবে সেটা বুঝতে এখন আর বাকি নেই জনজাতি দের। তাই তাদের ভরসা আবারো ফিরে পাচ্ছে বামেরা। বাম সমর্থিত জিএমপি ধীরে ধীরে শক্তি বাড়াচ্ছে পাহাড়ে। বুধবার ওMPর ২৩ তম খোয়াই বিভাগীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সম্মেলন থেকে ৫১ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। নব নির্বাচিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন বিশ্ব রঞ্জন দেববর্মা ও সম্পাদক সুবোধ দেববর্মা। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ওঝঞ্ঝ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি অঘোর দেববর্মা সহ , কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাধাচরণ দেববর্মা। এদিন মূলত খোয়াই এর জেলা পার্টি অফিসে সম্মেলন টি অনুষ্ঠিত হয়। আর তাতে খোয়াই এর ব্যাপক সংখ্যক কর্মী সমর্থকেরা স্বেচ্ছায় অংশ নেন। প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধিদের নিয়ে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স ম্মেলনে আলোচনা করতে গিয়ে রাধাচরন দেববর্মা বিজেপি ও মথা জোট এর তীব্র সমালোচনা করেন। ততসঙ্গে আগামী দিনে সংগঠন কে মজবুত করে পাহাড়ে কিভাবে জনজাতি দের স্বার্থে সংগঠন কাজ করবে সেই নিয়ে রূপরেখা তৈরি করা হয়।

বাগমা হাসপাতাল চৌমুহনীতে বাইক ও দুটি অটোর সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৭

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ উদয়পুরের বাগমা হাসপাতাল চৌমুনীতে একটি বাইক ও দুইটি অটো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ছয়জনই বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ও মহিলা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পালাটানা ও শালগরা এলাকা থেকে ছয়জন বয়োজ্যেষ্ঠ লোক একটি অটো গাড়িতে বৈষ্ণব সেবায় যাচ্ছিলেন। বাগমা হাসপাতাল চৌমুনী এলাকায় জাতীয় সড়কে তাদের অটো গাড়িটি একটি বাইক ও অপর একটি যাত্রীবাহী অটো গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার পর রক্তাক্ত অবস্থায় আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর দুইজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। বাকি পাঁচজনকে গোমতী জেলা হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগে ভর্তি রেখে চিকিৎসা চলছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিনিয়ত উদয়পুর মহাকুমা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে, প্রাণহানিও ঘটছে প্রায়ই। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

উজান অভয়নগরে বাঙালী দম্পতি নিগ্রহের কাণ্ডে এখনো অধরা দোষীরা

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ শহরের বুকেই নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন মানুষ। বিশেষ করে বাঙালী এক দম্পতি কে নিগ্রহের ঘটনার পর রাজ্যে বাঙালী দের নিরাপত্তা যেন আরও জোরালো প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে। সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও আজ দিকে দিকে বাঙালীরা নিগৃহীত। মফরশলে এতকাল ঘটে চলা ঘটনা গুলো নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হতো বটে। কিন্তু রাজধানীর বুকে এহেন ঘটনা, অপ্রত্যাশিত। ততসঙ্গে পুলিশের শূন্য ভূমিকা যেন প্রশ্ন গুলো কে আরো জোরদার করে তুলেছে। বিগত ১০ই নভেম্বর উজান অভয়নগর ব্লাড সান ক্লাবের নিকট অভিজিৎ সেনগুপ্ত এবং উনার স্ত্রীর সাথে এক দল সমাজ বিরোধী দুর্ব্যবহার করে, সোনার চেইন ছিন্তাই ও মারধোর করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবার সরব হয়েছেন সাড়া ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি। এর আগে আমরা বাঙালী সংগঠন পুলিশের নিকট ডেপুটেশান দেয়। কিন্তু দোষীরা আজো অধরা। এই ঘটনার সুষ্ঠুতদন্ত এবং এলাকায় পুলিশি টহলদারি বৃদ্ধির দাবীতে আজ সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি, অভয়নগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে অভয়নগর টাউন আউট পোস্টে এক প্রতিনিধিত্বমুলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন সাড়া ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি অভয়নগর অঞ্চল কমিটি সম্পাদিকা কাজল রেখা সিনহা সহ অন্যান্যরা। এই নিয়ে তারা বিস্তারিত জানিয়ে আরও বলেন রাজ্যে যদি এভাবেই অহরহ এধরণের ঘটে চলে তাহলে মানুষ কিভাবে বাচবেন ? সরকার বলছে সুশাসন চলছে, মানুষ নিশ্চিন্তে বিচরণ করতে পারে। অথচ বহু ঘটনা প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছে এ রাজ্যে প্রতিনিয়ত নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছেন মানুষ। এছাড়া বাইরেই নয়, নিজ বাড়িতেই নিরাপত্তা বিহীন হয়ে পড়ছেন তারা। উজান অভয়নগরের ঘটনা ও তার মধ্যেই একটি। তাই অতিসত্বর পুলিশ যেন দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন এমনটাই দাবী জানিয়েছে সাড়া ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ২৭ কার্তিক, ১৪৩২ বাংলা

নজর এখন বিহারে

বিহার নির্বাচনের ফলাফলের দিকে আজ সবার নজর। ভোট চুরির ইস্যু কে হাতিয়ার করে মহাগঠবন্ধন সরকার গড়তে সফল হয় কিনা সেটা আর কয়েক ঘন্টা অন্তরে বোঝা যাবে। তবে সমীক্ষা বলছে ক্ষমতা ধরে রাখবে নিতীশ রাই। সে যে কোনো কিছুর বিনিময়েই হোক না কেন। তা নাহলে কেন্দ্রের এনডিএ জোট বিপাকে পড়বে নিশ্চিত। কিন্তু বিরোধী শিবির ও সমস্ত সমীক্ষা কে কার্যত হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে দাবী করেছে সরকার এবার তারাই গড়বে। এই মুহূর্তে টান টান উত্তেজনা নিয়ে বিহারের দিকেই সবার নজর। কারণ, কোনো না কোনো ভাবে বিহারের নির্বাচন ফলাফল পশ্চিম বঙ্গ সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য রাজনীতি তেও প্রভাব ফেলবে। ভোট চুরির মতো গুরুতর মোদ্দা কে কেন্দ্র করেও যদি বিহারে বিরোধী রা সরকার গড়তে ব্যর্থ হয় তবে আগামী দিনে ভোট চোর গোদি ছোড় শ্লোগান ও ম্লান হয়ে যাবে। এই শ্লোগান কে বা ইস্যু কে হাতিয়ার করে আর কোনো রাজ্যেই ইন্ডিয়া জোট ভোটের লড়াই লড়তে পারবে না। এদিকে বিহারে ভোট গণনার দুদিন আগেই ইভিএম বাক্স নিয়ে কারচুপির অভিযোগ উঠে এসেছে। এখন দেখার বিষয় সব কিছুর উর্ধে গিয়ে বিহারের ফলাফল কোন দিকে গড়ায়। কার ভাগ্য চমকায় !

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১ ৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্ডিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইণ্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

একেবারেই খাওয়া চলবে না ?

জীবনধারায় ব্যাপক অনিয়মের কারণেই সাধারণের মধ্যে বাড়ছে হৃদ্রোগের ঝুঁকি। বিশেষ করে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, ডায়াবিটিস থাকলে এই বিষয়ে আরও সতর্ক হওয়া জরুরি। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, অতিরিক্ত ট্রান্স ফ্যাট জাতীয় খাবার খাওয়ার প্রবণতা অল্পবয়সিদের মধ্যে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। এই ফ্যাট শরীরে জমাট বাঁধার কারণেই ক্রনিক অসুখের ঝুঁকি বাড়ে।

মাংস কিংবা দুধে যে ট্রান্স ফ্যাট থাকে তা প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি হয়, এগুলি পর্যাপ্ত মাত্রায় খেলে শরীরের ততটাও ক্ষতি করে না। তবে প্রক্রিয়াজাত খাবারে রাসায়নিক ট্রান্স ফ্যাট থাকে, যা আদৌ স্বাস্থ্যকর নয়। সাম্প্রতিক বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যে অল্পবয়সিদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ শরীরচর্চায় অনীহা ও কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি। গবেষণায় ধরা পড়েছে ডিমের কুসুম, কাজুবাদাম কিংবা ঘি খেয়ে কোলেস্টেরলের মাত্রা ততটাও বাড়ে না। অথচ 'জাঙ্ক ফুড' যেমন পিৎজা, পাস্তা, মোমো, ছোলে-বটুরে, আলু টিক্কি দিনের পর দিন খেলে কোলেস্টেরলের চোখরাঙানি অনেকটাই বেড়ে যায়। এ ছাড়াও প্রক্রিয়াজাত ও প্যাকেটবন্দি খাবারের কারণেও কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ে। যে তেলে ভাজাভুজি ভাজা হয়, সে তেলের মান খারাপ হলে কিংবা একই তেলে বার বার ভাজাভুজি ভাজলে তাঁর প্রভাবও পড়ে শরীরের উপর।কোন কোন খাবার থেকে দূরে থাকবেন?ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিপ্স, কুকিজ, নোনতা, ফ্রায়েড চিকেন, নাগেট, পেস্ট্রি, ডোনাট, পাই সব কিছুতেই কমবেশি ট্রান্স ফ্যাট থাকে। শরীর চাঙ্গা রাখতে তাই এ সব খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল।

আজ আন্তর্জাতিক দুর্নীতি-বিরোধী দিবস

প্রত্যেক বছর ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতি-বিরোধী দিবস হিবেসে পালন করা হয়। দুর্নীতির কবল থেকে মুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনা গড়ে তুলতেই এই দিবস পালন করা হয়। সমাজের সর্বস্তরকেই প্রভাবিত করে দুর্নীতি। দীর্ঘমেয়াদি উন্নতির লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি সুনিশ্চিত করে তুলতে পারে দুর্নীতির প্রতিরোধ।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জএই দিবস পালনের প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিল ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইউএনসিএসি রাষ্ট্রপুঞ্জ কনভেনশনের খসড়া তৈরি হয়েছিল ২০০৩-এর ৩১ ডিসেম্বর। ইউএনসিএসি হল একটি চুক্তি, যা স্বাক্ষর করেছিল রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য দেশগুলি। শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে দুর্নীতি হ্রাস করার লক্ষ্যে এই চুক্তি। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে চুক্তি অনুযায়ী।

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস সারা বিশ্বে উদযাপিত হয় রাষ্ট্রপুঞ্জের ডেভেলাপমেন্ট প্রোগ্রামের পরিচালনায়। সমস্ত সংস্থাগুলি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই এবং তথ্যের আদানপ্রদানের প্রচার ও প্রসারকে উৎসাহিত করতে সমস্ত আঞ্চলিক অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে। এই দিন উদযাপন করে সরকার ও অ-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি। এবারের আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবসে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও দায়িত্ব তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রয়েছে সরকার, সরকারি আধিকারিক, আমলা, পুলিশ, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, বেসরকারি ক্ষেত্র ও নাগরিক সমাজ প্রত্যেককেই সামিল রাখা হয়েছে।

দুর্নীতির মতো আন্তর্জাতিক সমস্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোনও দেশেরই নয়, প্রত্যেক ব্যক্তিরও সংগ্রাম। সমাজে সততা বজায় রাখতে সর্বস্তরে দুর্নীতির প্রতিরোধ করতে হবে।

এই লক্ষ্য পূরণে নীতি, ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ কার্যকর করতে হবে, যাতে সবাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হতে পারেন এবং দুর্নীতিকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

দুর্নীতি এমন একটি বিষয়, যা একটি সমাজ এবং পুরো দেশকে অনেকাংশে প্রভাবিত করতে পারে। এটি একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে পারে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন ২০০৩ সালের ৩১ অক্টোবর দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কনভেনশন গ্রহণ করেছিল। দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই ও প্রতিরোধে জাতিসংঘ ৯ ডিসেম্বর-কে আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস হিসেবে মনোনীত করে। এই সম্মেলনটি ২০০৫ সালে কার্যকর হয়েছিল এবং তারপর থেকে এইদিনটি বার্ষিকভাবে পালিত হচ্ছে। এই দিবসটি উদযাপনের পিছনে উদ্দেশ্য হল, জনগণকে দুর্নীতির নেতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন করা এবং এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কনভেনশন কর্তৃক গৃহীত প্রচেষ্টা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া।

মূলত ''দুর্নীতি''-র উপর ফোকাস করে, যা শক্তিশালী উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম বড় বাধা। এক বিবৃতিতে জাতি সংঘের সেক্রেটারি-জেনারেল আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, 'এই আন্তর্জাতিক দিবসে, আমি জনগণকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই জিততে উদ্ভাবনী সমাধানে কাজ চালিয়ে যাওয়ার এবং যাতে মূল্যবান সংস্থানগুলি গোটা বিশ্বের জনগণের সেবা করতে পারে তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাই।' জাতিসংঘের দেওয়া তথ্য অনুসারে, প্রতিবছর ১ ট্রিলিয়ন ডলার উপরি(ঘুষ) প্রদান করা হয় এবং দুর্নীতির মাধ্যমে প্রতিবছর আনুমানিক ২.৬ ট্রিলিয়ন ডলার বেআইনিভাবে সরানো হয়, যা বিশ্বব্যাপী মোট দেশীয় পণ্যের ৫ শতাংশেরও বেশি সমান। জাতিসংঘ দৃঢ়ভাবে জানিয়েছে, দুর্নীতি একটি মারাত্মক অপরাধ যা গোটা সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে। কোনও দেশ, অঞ্চল বা সম্প্রদায় নিরাপদ নয়।

তাঁদের নিয়ে অনেকেরই বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা থাকে

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। বিশ্ব জুড়ে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিতার শিকার মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও সুরক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে উদযাপন হতে যাচ্ছে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। দেশে এ বছর ২৫তম জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন হবে। এ বছর প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন' প্রতিবন্ধী মানুষদের অন্যদের তুলনায় কিছুটা বেশি যত্নের প্রয়োজন পড়ে। তাঁরা আমাদের সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অথচ তাঁদের নিয়ে অনেকেরই বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণা থাকে। সেই ভ্রান্ত ধারণা কাটাতেই তাঁদের জন্য একটি বিশেষ দিন উদযাপন করা হয়।

প্রতিবন্ধী মানুষের রয়েছে নানা রকম প্রকারভেদ। শারীরিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, বাকপ্রতিবন্ধী, বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী, এমনকি বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী এই মানুষগুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে জীবনযুদ্ধে সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে জীবনকে পরিচালনা করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী নারী, পুরুষ, হিজড়াসহ বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা ৩০ লাখ। বর্তমানে তাদের মধ্যে ২৩ লাখ ৮৫০ টাকা করে ভাতা পান। তবে নতুন বাজেটে ভাতা বাড়ানো না হলেও উপকারভোগী বাড়িয়ে ২৯ লাখকে ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী নাগরিকের সমাজে অন্যসব নাগরিকের মতো সমান অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার একটি মানবাধিকার, যা সংবিধান স্বীকৃত। তাদের প্রতি সব বৈষম্য দূরীকরণে সিআরপিডির বাস্তবায়ন জরুরি। এ ব্যাপারে সমাজ, রাষ্ট্র ও জনগণের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ প্রয়োজন। উন্নয়নের মূলস্রোতে এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করা গেলে তারা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবেন।প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্র্যেরই একটি রূপ, প্রতিবন্ধীগণ আমাদের সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ প্রকৃতিগতভাবেই বিশেষ গুণসম্পন্ন হয়ে থাকেন। তাই তাদের সক্ষমতাগুলোকে চিহ্নিত করে সঠিক পরিচর্যা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পদে পরিণত করতে হবে। প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, নিশ্চিত করবে এসডিজি অর্জন' অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণে অত্যন্ত আন্তরিক। এই জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ মানবসম্পদ উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, সমন্বিত প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম, বিশেষ শিক্ষা কার্যক্রম, থেরাপি সেবা সহায়তা প্রদান, ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধীতা হল এমন কোনো অবস্থার অভিজ্ঞতা যা একজন ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ করা বা একটি নির্দিষ্ট সমাজের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত অংশ বা তন্ত্র যদি আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে, ক্ষনস্থায়ী বা চিরস্থায়ী ভাবে তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারায় সে অবস্থাটিকেই বোঝায়।

প্রতিবন্ধিতার প্রকারভেদ বিভিন্ন ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে। যেমন :

প্রাথমিক প্রতিবন্ধিতাঃ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে তাকে প্রাথমিক প্রতিবন্ধীতা বলা হয়।

পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিবন্ধিতাঃ জন্মের পরে বিভিন্ন কারণে প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করে থাকলে তাকে পরবর্তী বা অর্জিত প্রতিবন্ধিতা বলা হয়।

শারীরিক প্রতিবন্ধি:চলনে অক্ষম ব্যক্তিকে দৈহিক/শারীরিক প্রতিবন্ধি বলে।

দৃষ্টি প্রতিবন্ধি

শ্রবন প্রতিবন্ধি:যারা শুনতে পায় না

বাক প্রতিবন্ধি

বুদ্ধি প্রতিবন্ধি

বহুবিধ প্রতিবন্ধি।এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁদের প্রতিবন্ধকতা বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারা যায় না। বিভিন্ন প্রকার দীর্ঘমেয়াদী অসুখ, মানসিক রোগ, অটিজম, অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, অ্যাটেনশন ডেফিশিট হাইপার অ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার, বুদ্ধি-প্রতিবন্ধকতা এই শ্রেণির মধ্যে পড়ে।

এই প্রতিবন্ধকতা গুলি দৈনন্দিন জীবনে নানা সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে যেমন সামাজিক নিয়ম কে বুঝতে পারা, সামাজিক মেলামেশা, মনঃসংযোগ, রাস্তা চিনতে পারা, নিজেকে নিরাপদ রাখা, কোথায় কোন কথা কতটুকু বলা উচিত তার বোধ ইত্যাদিতে ঘাটতি থাকতে পারে। যেহেতু বাইরে থেকে এই প্রতিবন্ধকতা গুলি দেখা যায়না, তাই লোকজন আক্রান্ত ব্যক্তিকে অলস বা নিশ্চেষ্ট ভেবে দুরব্যাবহার করে থাকেন। এছাড়াও আক্রান্ত ব্যক্তি নানাপ্রকার নির্য্যাতন এবং বঞ্চনার শিকার হয়।

বেশীর ভাগ প্রতিবন্ধতার কারণ আমাদের জানা নেই। কিন্তু যেগুলো সম্বন্ধে জানা যায়, তা কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যা নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

বংশানুক্রমিক

রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন কোন কোন আত্মীয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক (সন্তানদের মধ্যে)

দুর্ঘটনা

উচ্চ মাত্রার জ্বর

বিষক্রিয়া

মস্তিষ্কের কিছু কিছু ইনফেকশন বা অসুখ বা টিউমার পুষ্টি অভাব, ভিটামিনের অভাব, আয়োডিনের অভাব ইত্যাদিমায়ের বয়স যদি ১৬ বছরের নিচে অথবা ৩০ বছরের উপরে হয়।

গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টির অভাব

গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের মধ্যে যদি মা কোনরকম কড়া ঔষধ গ্রহণ করে থাকে অথবা কীটনাশক, রাসায়নিক, রশ্মি, বিষক্রিয়া গ্রহণ করে থাকে।

গর্ভাবস্থায় যদি মায়ের বিশেষ হাম হয়। এটি সাধারণত প্রভাব বিস্তার করে থাকে ইন্দ্রিয়স্থান (শ্রবন এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের ক্ষেত্রে), মস্তিস্কের সেরেব্রাল পালসি অথবা মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব অথবা শরীরের অভ্যন্তরের বাহুতেও প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

গর্ভধারণকারী মায়ের যদি হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত জটিলতা বা ডায়াবেটিস থাকে।

গর্ভধারণকারী মায়ের যদি বিভিন্ন অভ্যাস থাকে। যেমন- মদ পান, ধূমপান করা, তামাক ব্যবহার করা ইত্যাদি।

অপরিপক্কতা

প্রসবের সময় অব্যবস্থাপনা (সাধারণত অপ্রশিক্ষিত কোন কর্মী দ্বারা)

প্রসবের সময় সঠিক ভাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করা হলে।

মাথায় আঘাত

প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব

মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হলে

প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব

দুর্ঘটনা

উচ্চ মাত্রার জ্বর

বিষক্রিয়া

মস্তিষ্কেও কিছু কিছু ইনফেকশন, রোগ এবং টিউমার সাধারণত উপরিউক্ত কারণে এইসব প্রতিবন্ধী ছেলে মেয়ে হয়ে থাকে।

‘হাসিনা কেন ভারতে সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন?’ ইউনূস সরকার ভারতীয় দূতকে ডেকে আপত্তি জানাল

নয়াদিল্লি ঃ ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনাকে ভারতের মাটিতে বসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ দেওয়া নিয়ে আপত্তি তুলল মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকার। বুধবার ঢাকায় ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারকে ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলে সে দেশের সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি।

প্রকাশিত সংবাদে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারকে বলেছেন, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী হাসিনাকে মূলধারার ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়াটা দুই দেশের সুসম্পর্কের পরিপন্থী। তাই অবিলম্বে ভারতীয় গণমাধ্যমে হাসিনার কথা বলার সুযোগ বন্ধ করতে নয়াদিল্লিকে অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা।

গণবিক্ষোভের জেরে গত বছরের ৫ অগস্ট প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা ছেড়ে দিল্লিতে চলে এসেছিলেন হাসিনা। সেই থেকে ভারতেই ‘অজ্ঞাতবাসে’ রয়েছেন তিনি। সেখান থেকেই নভেম্বরের গোড়ায় ইমেলে তিন সংবাদমাধ্যম রয়টার্স, এএফপি এবং দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টকে প্রথম সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তিনি। এর পরে আরও কয়েকটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে ইমেল সাক্ষাৎকার দেন হাসিনা। ওই সাক্ষাৎকারগুলিতে গত বছরের জুলাই-অগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-পর্বে বিপুল প্রাণহানির দায় চাপিয়েছিলেন পুলিশ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাঁধে। নাম না করে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন ‘বিদেশি চক্রান্ত’ এবং আন্দোলনকারীদের একাংশের দিকেও।

পাশাপাশি, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে কয়েকটি সাক্ষাৎকারে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন-পর্বে রক্তপাতের জন্য ‘রাজনৈতিক নেতৃত্বের’ দায় রয়েছে বলেও স্বীকার করেছিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের মাটিতে বসে হাসিনার সমাজমাধ্যমে বক্তৃতা করা নিয়েও আপত্তি তুলেছিল ইউনূস সরকার। বাংলাদেশ বিদেশ মন্ত্রকের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে বাংলাদেশে মানবতাবিরোধী অপরাধে বিচারের মুখোমুখি এক কুখ্যাত পলাতক আসামিকে আশ্রয় দেওয়া এবং তাঁকে বাংলাদেশ বিরোধী ঘৃণামূলক বক্তব্য ও সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে উসকানি দেওয়ার জন্য মঞ্চ করে দেওয়া এমন পদক্ষেপ দু’দেশের মধ্যে গঠনমূলক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। ভারতীয় কূটনীতিককে বলা হয়েছে, অবিলম্বে শেখ হাসিনার গণমাধ্যমে কথা বলা বন্ধের বিষয়ে তিনি যেন নয়াদিল্লিকে ঢাকার অনুরোধ পৌঁছে দেন।

দিল্লিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৩! দু’টি নয়, আরও একটি গাড়ির ব্যবহার হয়েছিল, সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা

নয়াদিল্লি ঃ দিল্লির লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও একটি গাড়ি ব্যবহার হয়েছিল বলে সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা। বুধবার হরিয়ানার খাণ্ডওয়ালি গ্রাম থেকে অন্যতম সন্দেহভাজন উমর-উন-নবির দ্বিতীয় গাড়ি উদ্ধার করা হয়। এ বার আরও একটি গাড়ি নিয়ে সন্দেহ দানা বাঁধছে। এই নিয়ে বিস্ফোরণের ঘটনায় তিনটি গাড়ি জড়িত থাকার ব্যাপারে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। অন্য দিকে, দিল্লি বিস্ফোরণে বাড়ল মৃতের সংখ্যা। লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ (এলজেএন) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিস্ফোরণে আহত এক জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ১৩-য়।

পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম বিলাল। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মৃত্যুর খবর হাসপাতালের তরফে জানানো হয়। তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের পরই তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।

দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে একযোগে কাজ করছে বেশ কয়েকটি এজেন্সি। লালকেল্লার সামনে একটি হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণ হয়। চালকের আসনে ছিলেন উমর। তাঁরই একটা গাড়ি বুধবার হরিয়ানা থেকে পায় পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, ঘটনার সঙ্গে জড়িতেরা লাল রঙের ইকোস্পোর্ট গাড়িটিকেও নানা কাজে ব্যবহার করতেন। এমনকি, লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের পরে ওই গাড়ি নিয়ে আসা হয়েছিল হরিয়ানার গ্রামে। ওই গাড়ির মালিকও ছিলেন উমর। এ বার তৃতীয় গাড়ি যুক্ত থাকার সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর, তৃতীয় গাড়িটি মারুতি ব্রেজা বলে অনুমান। তবে এখনও পর্যন্ত তার খোঁজ মেলেনি। মনে করা হচ্ছে, পালানোর জন্য ওই গাড়িটি ব্যবহার করেছিলেন সন্দেহভাজনেরা। দিল্লি-এনসিআর তো বটেই, আশপাশের বিভিন্ন জায়গাতেও তৃতীয় গাড়ির তল্লাশি চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

‘বিস্ফোরণ ঘটিয়েছি আমরাই’, পাক বিদ্রোহী গোষ্ঠী টিটিপি ইসলামাবাদের আদালতে হামলার দায় নিল

নয়াদিল্লি ঃ ইসলামাবাদ বিস্ফোরণকাণ্ডের দায় স্বীকার করল বিদ্রোহী গোষ্ঠী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। মঙ্গলবার রাতে এক বিবৃতিতে তার জানিয়েছে, ইসলামাবাদের বিচারবিভাগকে নিশানা করে পরিকল্পিত হামলা চালিয়েছেন তাদের যোদ্ধারা!

কিন্তু কেন এই হামলা, নেটমাধ্যমে প্রকাশিত ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “পাকিস্তানের অ-ইসলামি আইনে যে সব বিচারক, আইনজীবী ও কর্মকর্তা রায় দেন, তাঁদের নিশানা করা হয়েছে। পাকিস্তানে ‘শরিয়া আইন’ কার্যকর না করা হলে আরও হামলা চালানো হবে।” প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার দুপুরে পাকিস্তানের রাজধানী শহরের জি-১১ এলাকায় জেলা ও দায়রা আদালত ভবনের বাইরে ওই বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম অন্তত ৩৬ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের আঘাত গুরুতর।

দিল্লিতে ফের বিস্ফোরণের শব্দ! ঘটনাস্থলে দমকল, তল্লাশির পর সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি, জানাল পুলিশ

নয়াদিল্লি ঃ ফের বিস্ফোরণের শব্দ দিল্লিতে! বৃহস্পতিবার সকালে এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। যায় পুলিশও। তবে প্রাথমিক তদন্ত এবং তল্লাশির পর দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। বরং জানা গিয়েছে, দিল্লি পরিবহণ নিগমের একটি বাসের পিছনের চাকা ফেটে যাওয়াতেই বিকট শব্দ হয়। সেই শব্দ শুনেই স্থানীয়েরা ভাবেন, ফের বিস্ফোরণ ঘটেছে দিল্লিতে।বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ১৮ মিনিটে দিল্লির মহীপালপুর এলাকার একটি হোটেলের কাছে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের। পুলিশ সূত্রে খবর, এক মহিলা বিস্ফোরণের শব্দ পেয়েছেন বলে জানিয়ে থানায় ফোন করেন। ফোন পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশের একটি দল। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। ঘটনাস্থলে যায় দমকলের তিনটি ইঞ্জিনও। তবে ঘটনাস্থল এবং আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালিয়েও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তার পরেই তদন্তে উঠে আসে যে, বাসের চাকা ফেটেই ওই শব্দ তৈরি হয়েছিল।এই প্রসঙ্গে এক দমকলকর্তা সংবাদসংস্থা এএনআই-কে বলেন, “জিজ্ঞাসাবাদের সময় এক জন জানান, দিল্লির সরকারি পরিবহণ নিগম (ডিটিসি)-এর একটি বাস বৃহস্পতিবার সকালে ধৌলা কুঁয়ার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় বাসের পিছনের দিকের একটি চাকা ফেটে যায়। সেই আওয়াজই শুনতে পান স্থানীয়েরা। এখন পরিস্থিতি একদম স্বাভাবিক রয়েছে। ভয়ের কোনও কারণ নেই।” পরে পুলিশও জানায়, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। কোনও ক্ষয়ক্ষতিও হয়নি।সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে একটি সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যু হয়। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন উমর উন-নবি নামে এক চিকিৎসক। ঘটনাচক্রে, ওই দিনই সকালে ফরিদাবাদে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথ দল। গ্রেফতার করা হয়েছিল মুজাম্মিল আহমেদ-সহ একাধিক ব্যক্তিকে। ওই ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কিত দিল্লিবাসীরা। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লিতে ফের বিস্ফোরণের খবর শুনে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের অনেকে ফের আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। দেশের রাজধানীতে ফের নাশকতা ঘটানোর চেষ্টা হল কি না, তা জানতেও উন্মুখীব ছিলেন তাঁরা। তবে পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে, ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায়নি।

পাহাড়ি ধসে ভাঙল দু’মাস আগে চালু হওয়া সেতু! তিব্বতের নিয়ন্ত্রণরেখায় একাংশে চিন সেনার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন

নয়াদিল্লি ঃ দু’দিকে খাড়া পাহাড়। মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়েছে নদী। আর তারই উপর দিয়ে অধিকৃত তিব্বতের সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী মূল সেতুটি বানিয়েছিল চিন। কিন্তু মঙ্গলবার পাহাড় ভেঙে নেমে আসা টন টন পাথরের আঘাতে দু’মাস আগে চালু হওয়া সেই হংকি সেতুর একাংশ চুরমার হয়ে গিয়েছে! ফলে তিব্বতের একাংশের সঙ্গে কার্যত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে মূল চিনা ভূখণ্ডের।

কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত একদলীয় চিনের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মঙ্গলবার পাহাড়ি ধসের ফলে সিচুয়ান প্রদেশের মায়ারকাং শহরের অদূরের ওই সেতুটির একাংশ ভেঙে পড়ে। জাতীয় সড়ক জি৩১৭-র উপর তৈরি ৭৫৮ মিটার দীর্ঘ হংকি সেতুর মাধ্যমে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেনা এবং সামরিক সরঞ্জাম মোতায়েন করত চিনা পিপল লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র ওয়েস্টার্ন থিয়েটার কমান্ড। সেতু ভেঙে পড়ায় ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা।

সিচুয়ান প্রাদেশিক সরকার বুধবার জানিয়েছে, পাহাড়ি ধসের ফলে হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। ক্ষতিগ্রস্ত হংকি সেতু সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গিরিখাতের তলদেশ থেকে প্রায় ৬৫২ মিটার উঁচুতে তৈরি এই কংক্রিটের সেতুটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছিল চলতি বছরের গোড়ায়। সেপ্টেম্বরে সেটি উদ্বোধন করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, কয়েক বছর আগে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের গিলগিট-বালটিস্তানের সঙ্গে চিনের সংযোগরক্ষাকারী হাসানবাদ সেতু হড়পা বানে ভেঙে পড়েছিল। চিনা ইঞ্জিনিয়ারদের তৈরি ওই সেতু ভেঙে যাওয়ায় বালোচিস্তানের গ্বদর বন্দর থেকে পণ্য পরিবহণ সামরিক ভাবে বন্ধ রেখেছিল বেজিং।

ট্রাম্প মেয়েদের নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার বাড়িতে পড়ে থাকতেন’!

নয়াদিল্লি ঃ আমেরিকায় যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের ‘গোপন ইমেল’ ফাঁস করে দিলেন ডেমোক্র্যাটেরা। তাতে উঠে এল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রসঙ্গও। ইমেলে এপস্টিন লিখেছেন, “ট্রাম্প ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার বাড়িতে পড়ে থাকতেন।” সঙ্গে সেই সব মেয়ে থাকতেন, যাঁরা এপস্টিনের লালসার শিকার হয়েছেন। ডেমোক্র্যাটেরা বুধবার এই ধরনের একগুচ্ছ ইমেল প্রকাশ করে দাবি করেছেন, সেগুলি এপস্টিনের লেখা ইমেল। তাঁদের দাবি অনুযায়ী, এপস্টিনের যৌন কেলেঙ্কারির কথা ট্রাম্প আগে থেকেই জানতেন। এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে ট্রাম্প তা স্বীকার করেননি।এপস্টিনের সঙ্গে একসময় ট্রাম্পের বন্ধুত্ব ছিল। দু’জনের একাধিক ছবি রয়েছে একসঙ্গে। তবে ট্রাম্প বার বার দাবি করেছেন, যৌন অপরাধী হিসাবে এপস্টিনকে তিনি চিনতেন না। তাঁর অপরাধমূলক কার্যকলাপের কথা কিছুই জানতেন না। নিউ ইয়র্ক টাইম জানিয়েছে, আমেরিকার হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের তদন্তকারী কমিটি হাজার হাজার পৃষ্ঠার গোপন নথি পেয়েছে। এপস্টিনের ইমেলগুলি তারই অংশ। ট্রাম্প এবং এপস্টিনের সম্পর্ক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলছে এই নথিপত্র। একটি ইমেলে তো এপস্টিনকে সরাসরি বলতে দেখা যাচ্ছে, “ট্রাম্প মেয়েদের ব্যাপারে জানেন।” এপস্টিনের শিকার হয়েছিলেন যে সমস্ত মেয়ে, তাঁদের অধিকাংশই সে সময়ে নাবালিকা ছিলেন। শিশুদের উপর যৌন অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে এপস্টিনের বিরুদ্ধে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর ২০১৯ সালে জেলের মধ্যেই আত্মঘাতী হন তিনি। এপস্টিনের সঙ্গে একসময় বন্ধুত্ব থাকলেও তাঁর অপরাধের সঙ্গে কোনও যোগ নেই বলে বার বার দাবি করেছেন ট্রাম্প। জানিয়েছেন, এই অভিযোগ ডেমোক্র্যাটদের চক্রান্তমাত্র। একুশ শতকের শুরুর দিকেই এপস্টিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কমে এসেছিল, দাবি ট্রাম্পের। বুধবার ক্যালিফর্নিয়ার ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি রবার্ট গ্র্যাসিয়া বলেন, “প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এপস্টিনের সম্পর্কের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তুলছে এই সমস্ত ইমেল। হোয়াইট হাউস আর কী কী লুকিয়ে রেখেছে? সেই প্রশ্নও উঠছে।”ডেমোক্র্যাটদের দাবি, ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইমেলগুলি করেছিলেন এপস্টিন। ২০১১ সালে বান্ধবী গিলেন ম্যাক্সওয়েলকে একটি ইমেলে তিনি লিখেছেন, “যে কুকুর এখনও চিৎকার করেনি, সে হল ট্রাম্প।” এপস্টিনের সঙ্গে কথোপকথন নিয়ে ট্রাম্পের নীরবতার কথা এখানে বলা হয়েছে। এই ইমেলেই একটি মেয়ের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে ট্রাম্পের কয়েক ঘণ্টা কাটানোর কথা উল্লেখ করেছেন এপস্টিন। ম্যাক্সওয়েল উত্তরে বলেছেন, “হ্যাঁ, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম।”২০১৯ সালের একটি ইমেলে এপস্টিন লিখেছেন, “অবশ্যই ট্রাম্প মেয়েদের কথা জানত। গিলেনকে ও থামতেও বলেছিল।” উল্লেখ্য, এপস্টিনের সঙ্গী এই ম্যাক্সওয়েলও যৌন অপরাধে অভিযুক্ত। তিনি বর্তমানে জেল খাটছেন। আমেরিকার আদালত তাঁকে ২০ বছরের সাজা শুনিয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের প্রকাশিত এই ইমেল সম্পর্কে ট্রাম্পের কোনও বক্তব্য এখনও জানা যায়নি।

দিল্লিকাণ্ডে আটক আরও এক চিকিৎসক! ধরা পড়লেন কানপুর থেকে, ছয় জায়গায় ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ছিল?

নয়াদিল্লি ঃ দিল্লির লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরণের ঘটনায় এ বার উত্তরপ্রদেশের কানপুর থেকে আরও এক চিকিৎসককে আটক করল সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। কানপুরে এক ভাড়াবাড়ি থেকে বৃহস্পতিবার ভোরে ওই যুবককে আটক করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দিল্লিকাণ্ডে ধৃত মহিলা চিকিৎসক শাহীন সিদ্দীকীর সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল ধৃত যুবকের। সেই সূত্র ধরেই তাঁর খোঁজ পেয়েছেন তদন্তকারীরা।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত চিকিৎসকের নাম মহম্মদ আরিফ। পড়াশোনা করেছেন হৃদ্রোগবিদ্যা নিয়ে। কানপুরের অশোকনগর এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকতেন আরিফ। বৃহস্পতিবার ভোরে সেখান থেকেই তাঁকে আটক করা হয়েছে। অভিযোগ, ধৃত শাহীনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন আরিফ ও বাকিরা। একই সঙ্গে চণ্ডীগড় ও পঞ্জাবের মোহালির চার-পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আরও এক জনকে আটক করেছে এনআইএ। তাঁকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

শুধু তা-ই নয়, গোয়েন্দা সূত্রকে উদ্ধৃত করে এনডিটিভি জানিয়েছে, ডিসেম্বর মাসে দিল্লির ছ’টি জায়গায় ধারাবাহিক বোমা হামলার পরিকল্পনা ছিল শাহীন, মুজাম্মিল, উমরদের। এ নিয়ে নাকি পাঁচ স্তরীয় পরিকল্পনাও সারা হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে বিভিন্ন রাজ্যের ডাক্তারি পড়ুয়াদের একত্র করে দল বানানোর পর হরিয়ানা এবং গুরুগ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে বিস্ফোরক তৈরির জন্য রাসায়নিক এবং আইইডি সংগ্রহ করেন তাঁরা। তার পর তৃতীয় ধাপে শুরু হয় বিস্ফোরক তৈরির কাজ। সঙ্গে বোমা হামলার সম্ভাব্য এলাকাগুলিও বেছে ফেলা হয়। চতুর্থ ধাপে মডিউলের সদস্যদের মধ্যে সেই বিস্ফোরক ভাগ করে দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনার পঞ্চম ও শেষ ধাপেই ছিল নিখুঁত বোমা হামলা। আগামী ৬ ডিসেম্বর দিল্লির ছ’সাতটি স্থানে পর পর বোমা হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল ওই গোষ্ঠীর। তদন্তকারীরা এ-ও জানতে পেরেছেন, আদতে ২০২৫ সালের অগস্ট মাসে বোমাহামলার কথা ছিল। কিন্তু নানা কারণে দেরি হয়ে যায়। শেষমেশ হামলার দিন হিসাবে বেছে নেওয়া হয় ৬ ডিসেম্বর, অর্থাৎ বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ার দিনটিকে।

সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে একটি সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যু হয়। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন উমর উন-নবি নামে এক চিকিৎসক। ঘটনাচক্রে, ওই দিনই সকালে ফরিদাবাদে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথ দল। গ্রেফতার করা হয়েছিল মুজাম্মিল আহমেদ-সহ একাধিক ব্যক্তিকে।

বিস্ফোরণের আগে মসজিদে যান উমর, দিল্লিকাণ্ডে নতুন সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে!

নয়াদিল্লি ঃ উমরের গাড়িটি দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা ২৮ মিনিট পর্যন্ত পার্ক করা ছিল লালকেল্লার কাছে সুনেহরি মসজিদ পার্কিং লটে। সম্ভবত ফৈজ-ই-ইলাহি থেকে সরাসরি সেখানেই চলে যান উমর। ঘটনাচক্রে, এর কিছু ক্ষণ পরেই সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণ হয় উমরের গাড়িতে। দিল্লির লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরণের ঘটনায় এ বার প্রকাশ্যে এল নতুন সিসিটিভি ফুটেজ। জানা গেল, সোমবার সন্ধ্যায়, বিস্ফোরণের ঠিক আগে একটি মসজিদে ঢুকেছিলেন সেই ‘ঘাতক’ গাড়ির চালক উমর উন-নবি। পুরনো দিল্লির ওই চত্বরে হেঁটেও বেরিয়েছিলেন। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে সেই দৃশ্য (ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি আনন্দবাজার ডট কম)। বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে আসা ওই ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় পুরনো দিল্লির তুর্কমান গেট এলাকার ফৈজ-ই-ইলাহি মসজিদের দিকে ধীরপায়ে হেঁটে যাচ্ছেন উমর। কোনও দিকে না তাকিয়ে রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে যাচ্ছেন তিনি, পরনে কালো পোশাক। মাঝে এক বার মাথা ডানদিকে ঘোরাচ্ছেন, তখনই সিসিটিভিতে তাঁর মুখ ধরা পড়ছে। তার পর ফের সামনে হেঁটে যাচ্ছেন তিনি। তার পর তাঁকে আর দেখা যায়নি। তদন্তকারীদের অনুমান, বিস্ফোরণের আগে ওই মসজিদেই গিয়েছিলেন উমর দিল্লিকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত। জানা গিয়েছে, উমরের গাড়িটি দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৬টা ২৮ মিনিট পর্যন্ত পার্ক করা ছিল লালকেল্লার কাছে সুনেহরি মসজিদ পার্কিং লটে। সম্ভবত ফৈজ-ই-ইলাহি থেকে সরাসরি সেখানেই চলে যান উমর। ঘটনাচক্রে, এর কিছু ক্ষণ পরেই সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ বিস্ফোরণ হয় উমরের গাড়িতে। পুলিশ সূত্রকে উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার বিস্ফোরণস্থলের অদূরে লাজপত রাই বাজার থেকে আরও দেহাংশ উদ্ধার করা হয়েছে।

দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে কি সাহায্য করবে ট্রাম্প প্রশাসন? তদন্তকারীদের প্রশংসা করে কী বললেন মার্কিন বিদেশসচিব

নয়াদিল্লি ঃ মঙ্গলবার দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিল আমেরিকা। ভারতে সদ্য নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিয়ো গোর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে লেখেন, “আগের দিন রাতে দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি।”দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে আমেরিকার ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিয়ো জানালেন, তাঁদের তরফ থেকে বিস্ফোরণের তদন্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে তিনি ভারতের তদন্তকারী সংস্থাগুলির প্রশংসা করে বলেন, “আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন তাদের নেই। তারা খুব ভাল কাজ করছে।”জি৭ গোষ্ঠীর বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে বুধবার কানাডায় গিয়েছিলেন রুবিয়ো। সেখানেই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, “আমরা (ভারতকে) সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা এই ধরনের তদন্তের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শী।” জি৭ বৈঠকের ফাঁকে রুবিয়োর সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করও। ওই বৈঠকে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক বিষয়ের পাশাপাশি দিল্লির বিস্ফোরণ নিয়েও আলোচনা হয়। ওই বৈঠক প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর সমাজমাধ্যমে লেখেন, “উনি (রুবিয়ো) দিল্লির বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন।” একই সঙ্গে জয়শঙ্কর লেখেন, “আমাদের (ভারত এবং আমেরিকা) দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়া, বাণিজ্য নিয়ে কথা হয়েছে। পারস্পরিক মতবিনিময় হয়েছে ইউক্রেনের যুদ্ধ, পশ্চিম এশিয়া এবং ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়েও।” মঙ্গলবারই দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিল আমেরিকা। ভারতে সদ্য নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিয়ো গোর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে লেখেন, “আগের দিন রাতে দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের পরিবারকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা আশা করব, আহতেরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন।” সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে একটি সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়িতে বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যু হয়। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন উমর উন-নবি নামে এক চিকিৎসক। ঘটনাচক্রে, ওই দিনই সকালে ফরিদাবাদে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং হরিয়ানা পুলিশের যৌথ দল। গ্রেফতার করা হয়েছিল মুজাম্মিল আহমেদ-সহ একাধিক ব্যক্তিকে।

রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবন মানের উন্নতি সাধন করা: মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবন মানের উন্নতি সাধন করা। জনজীবনের অগ্রাধিকার হিসেবে মৌলিক বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করছে সরকার। শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। আজ ধলাই জেলার কমলপুরের মানিকভান্ডার হরচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত ২০টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ২টি প্রকল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়ন অবশ্যই আমাদের করতে হবে। আমরা জানি ধলাই জেলার মধ্যে বেশিরভাগই অ্যাস্পিরেশন্যাল ব্লক। আর এই জেলাও অ্যাস্পিরেশন্যাল জেলা হিসেবে বিবেচিত হয়। ২০১৮ সালে আমাদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ধলাই জেলার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এতে রাজ্য সরকারকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই জেলার আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অথচ বিরোধীরা নাকি উন্নয়ন দেখতে পাচ্ছেন না। যদিও তারা সব জেনেশুনে এই উন্নয়ন না দেখার ভান করে থাকেন। রাজ্যে এখন একের পর এক উন্নয়ন হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা নতুন অধ্যায় হচ্ছে এখন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ এখানে গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, নগরোন্নয়ন দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর, শিক্ষা, পূর্ত, জাতীয় সড়ক সহ ২২টি বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস হয়েছে। সবমিলিয়ে প্রায় ২০৭ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করা হয়েছে। রাজ্য সরকার চায় মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন করা। সেই সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন করাও অন্যতম লক্ষ্য। উন্নয়ন হচ্ছে অন্তহীন। এর কোন শেষ নেই। রাজ্য সরকার একের পর এক উন্নয়নমূলক কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন মহকুমা, ব্লক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিভিন্ন অফিসের নতুন ভবন নির্মাণ, স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ, বিভিন্ন ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ, বাজার শেড নির্মাণ, শেল্টার হাউজ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, সিন্থেটিক ফুটবল গ্রাউন্ড, ছাত্রছাত্রীদের জন্য হোস্টেল, বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ি, কৃষক বন্ধু কেন্দ্র নির্মাণ, আধুনিক সুবিধাযুক্ত মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণ সহ ইত্যাদি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। এই সরকার চেষ্টা করছে জনজীবনের অগ্রাধিকার হিসেবে মৌলিক বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলি বাস্তবায়ন করার। প্রধানমন্ত্রীর বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর দিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরা সরকারও চাইছে বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার। আর সেই দিশায় কাজ করছে রাজ্য সরকার। বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের জীবন মানের উন্নতি সাধন করা। যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের প্রসার সহ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সহ আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার। বিভিন্ন প্যারামিটারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলছে আমাদের রাজ্য। নীতি আয়োগ ত্রিপুরাকে ফ্রন্ট রানার স্টেট হিসেবে ঘোষণা করেছে। ত্রিপুরা সরকার প্রকৃত অর্থে মানুষের জন্য কাজ করছে। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থায় ৭টি পুরস্কার পেয়েছে ত্রিপুরা। রাজ্যের গোমতী জেলা ও ধলাই জেলার গঙ্গানগর ব্লককে প্রাইম মিনিস্টার অ্যাওয়ার্ড ফর অ্যাক্সেলেন্স ইন পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন ২০২৪ প্রদান করা হয়েছে। গোমতী জেলা হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অফ ডিস্ট্রিক্ট ক্যাটাগরিতে এবং গঙ্গানগর ব্লক অ্যাস্পিরেশন্যাল ব্লক ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত হয়েছে। প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা আনার জন্য ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত পর্যন্ত ই অফিস চালু করা হয়েছে। এতে কাজের গতি বেড়েছে এবং মানুষের সুবিধা হয়েছে। জনগণের সমস্যা সমাধানের জন্য আমার সরকার পোর্টাল খোলা হয়েছে। সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে শহরের পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কৃষকদের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। এই লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি সহ বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ও মুখ্যমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা এর সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পে ২০তম কিস্তিতে ৪৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। এই রাজ্যে এই প্রকল্পে কৃষকের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৯০ হাজার ৩৬ জন। ১৯তম কিস্তি পর্যন্ত ২ লক্ষ ৮৪ হাজারের অধিক কৃষকের অ্যাকাউন্টে সরাসরি ৮৪৪ কোটি টাকার অধিক অর্থ দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন লাখপতি দিদির কথা। এখন পর্যন্ত রাজ্যে আমাদের ১ লক্ষ ১৪ হাজার টার্গেটের মধ্যে ১ লক্ষ ৮ হাজার লাখপতি দিদি হয়েছেন। যা শতকরার দিক দিয়ে প্রায় ৯৫ অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। গ্রামীণ মহিলাদের এখন আর্থ সামাজিক উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। ডাঃ সাহা জানান, এই জেলার জেলা হাসপাতালকে নিয়ে আগামীদিনে একটা মেডিকেল কলেজ খোলার চিন্তাভাবনা হচ্ছে। আগে সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা অনেক কম ছিল। সেই জায়গায় ৭২৭ থেকে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করে ১,৪১৩টি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুস্মিতা দাস, বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব, বিধায়ক স্বপ্না দাস পাল, আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতিমা মালাকার, আমবাসা বিএসি চেয়ারম্যান পরিমল দেববর্মা, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং পদস্থ আধিকারিকগণ।

সিটুর গর্জনে ভীত সন্ত্রস্ত রাষ্ট্রবাদী দল, দিকে দিকে চলছে গ্রেফতার

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ বামেদের অঙ্গ সংগঠন সিআইটিইউর সুবিশাল জন সমাবেশ দেখে ভীত সন্ত্রস্ত রাজ্য বিজেপি। তারই প্রমাণ মিলেছে সমাবেশের পরক্ষন থেকেই। সিটুর সমাবেশে যোগ দেবার অপরাধে নানা বিধ মামলায় বহু বাম কর্মীদের গ্রেফতার করানো হচ্ছে পুলিশ দিয়ে। উল্লেখ্য, গত ১০ই নভেম্বর আগরতলা ওরিয়েন্ট চৌমুহনী তে বামপন্থী শ্রমজীবী সংগঠন সিআইটিইউর সুবিশাল জনসমাবেশ এর আয়োজন করা হয়। রাজ্যের কোণা কোণা থেকে সমাবেশে অংশ নিতে ছুটে আসেন শ্রমজীবী, খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষ। যারা বিজেপি সরকারের ৭ বছরের শাসন পরিচালন দেখেছেন এবং নিজেদের পাওয়া না পাওয়ার হিসেব মিলিয়েই তারা বামপন্থী দের আলোচনা শুনতে এসেছেন। অভিযোগ এদিন সকাল থেকেই দূর দুরান্ত থেকে আগন্তুক দের নানা ভাবে আঁটকে দেবার প্রচেষ্টা চালায় রাষ্ট্র বাদী দলের একাংশ দুর্বৃত্ত। চাকা জ্যাম করে দেওয়া হয়। তার পরেও বিশাল সংখ্যক মানুষ এদিনের সমাবেশে অংশ নেন। সংখ্যাটা আনুমানিক ২৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছিলো বলেই দাবী করেছেন সিটু নেতা মানিক দে। অতঃপর এদিনের মিছিল ও সমাবেশ দেখে এক প্রকার আতঙ্কিত হয়ে পরে রাজ্য বিজেপি। আর সেই থেকেই সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়া একাংশের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করিয়ে তাদের কে হাজতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এই নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করে সাংবাদিক বৈঠক করে সিটু নেতা মানিক দে জানান , ক্যাম্পের বাজার থেকে সমাবেশের পর দিনই ২ জন কে গ্রেফতার করানো হয়েছে পুলিশ দিয়ে। তাদের নাম প্রনব দাস ও উত্তম দেব। এখনো তারা জামিন পান নি। এছাড়াও ডুকলি এলাকা থেকে এডি নগর থানার পুলিশ দিয়ে বিশ্বজিত দাস, সুজিত ঋষি দাস নামে আরও দুজন কে গ্রেফতার করানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাদের কোর্টে প্রেরন করা হলে তাদের কে রিমান্ড দিয়ে জেলে পাঠানো হয়। কি কারণে গ্রেফতার ? জানা নেই। রাজ্যে নেশার রমরমা বানিজ্য চলছে সেই নিয়ে কোনো তদন্ত নেই। গ্রেফতার নেই। হত্যা, ছিন্তাই, চুরি, প্রতারণার মতো অপরাধের তদন্ত করে না পুলিশ। এদিকে মিথ্যে মামলার দায়ে যাকে তাকে জেলে পুড়ে দিতে মরিয়া তারা। সব কিছুর পেছনেই রাজনীতি। এছাড়াও গতকাল রানির বাজার এলাকায় এক মেডিসিন এর দোকান ভাংচুর করার খবর উঠে এসেছে। কারণ দোকান মালিকের স্ত্রী সেদিন এর সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। এছাড়াও ব্রজনগর --- সুভাষ দেবনাথ এর বাড়িতে আক্রমণ করে দুর্বৃত্ত বাহিনী। খবর দিলেও পুলিশ অনেক পরে যায়। সুভাষ বাবুর ছোট ছেলে আক্রান্ত হয়। গৌতম দেবনাথ নামক অপর ব্যক্তির বাড়িতে ঢিল ছুড়া হয়। রাজ্য ব্যাপী বিক্ষিপ্ত ভাবে এধরণের ঘটনাবলী ঘটে। কারণ একটাই, সেদিন এর সমাবেশে তারা যোগ দিয়েছিলেন। এটা বিজেপির ভয় নয় তো কি ? প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী বাম শিবির। এমন করে কি মানুষ এর মতামত বদল করা যাবে ? মানুষ আগামী দিনে কি সন্ত্রাসের আতঙ্কে বিজেপি কে ভোট দেবে ? নাকি বিজেপির অপশাসন এর জবাব দেবে ভোট বাক্সের মধ্যে দিয়ে ? এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সেদিকেই তাকিয়ে আছে বিরোধী শিবির।

তেলিয়ামুড়ার বিশিষ্ট সাংবাদিক মৃন্ময় রায়ের পিতৃবিয়োগে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় ও পৌর চেয়ারম্যান রূপক সরকারের শোকসংবেদন!

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিশিষ্ট সাংবাদিক মৃন্ময় রায় -এর পিতৃবিয়োগে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সমগ্র মহকুমা জুড়ে। সমাজসেবায় ও সাংবাদিকতায় তরুন প্রজন্মের মধ্যে মৃন্ময় রায় এই অঞ্চলের সাংবাদিক মহলে এক পরিচিত নাম। তাঁর পিতার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই তেলিয়ামুড়া মহকুমার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ গভীর শোকপ্রকাশ করেন। বুধবার তেলিয়ামুড়ার বিধায়িকা তথা ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায় ও তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার মৃন্ময় রায়ের বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। তাঁরা প্রয়াতের আত্মার চিরশান্তি কামনা করেন এবং পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় বলেন, ''মৃন্ময় এর পিতার প্রয়াণে আমরা একজন শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে হারালাম। তাঁর পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি রইল। ঈশ্বর যেন তাঁদের এই শোক সইবার শক্তি দেন।''পৌর চেয়ারম্যান রূপক সরকারও শোকপ্রকাশ করে বলেন, ''মৃন্ময় তরুন প্রজন্মের সাংবাদিকদের মধ্যে অন্যতম এক নাম। তাঁর পরিবারের এই অপূরণীয় ক্ষতিতে আমরা গভীরভাবে মর্মাহত। আমরা সকলেই তাঁদের পাশে আছি।''
প্রয়াতের আত্মার সদগতি কামনা করে তেলিয়ামুড়া প্রেস ক্লাব, স্থানীয় সাংবাদিক মহল, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।এই কঠিন সময়ে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মানুষ মৃন্ময় রায় ও তাঁর পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন।

বিলথৈ গ্রামে ৮ দফা দাবিতে ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের ডেপুটেশন

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃউত্তর ত্রিপুরার বিলথৈ গ্রামে ক্ষেতমজুরদের ন্যায্য অধিকার ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের দাবিতে ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন, বিলথৈ ইউনিটের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েত সচিবের নিকট এক গুরুত্বপূর্ণ ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। গ্রামের জনগণের জরুরি ৮ দফা দাবিসনদ তুলে ধরে ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সভাপতি মতিলাল দাস, বিলথৈ ইউনিটের সদস্য খলিলুর রহমান, মিত্রা রায়, সফিকুর রহমান ও প্রণব নাথ। তারা জানান, দীর্ঘদিন ধরেই গ্রামের সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যা গুলি উপেক্ষিত হচ্ছে। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে বছরে ২০০ দিন রেগার কাজ ও ৩৪০ টাকা মজুরি নির্ধারণ, চাঁনপুর এলআই প্রজেক্ট চালু করা, ৬০ বছরের উর্ধে সকল ক্ষেতমজুরকে বয়স্ক ভাতা প্রদান, প্রকৃত দরিদ্র পরিবারকে বি.পি.এল কার্ড দেওয়া, ভগ্ন রাস্তা সংস্কার ও নতুন রাস্তা নির্মাণ, গ্রীষ্মকালে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, গ্রাম সভায় স্বচ্ছ হিসাব প্রদান এবং কাজের ওয়ার্ক অর্ডারের কপি নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা।

উপস্থিত ইউনিয়ন সদস্যরা আশা প্রকাশ করেন, প্রশাসন দ্রুত এই ৮ দফা দাবি বিবেচনা করবে এবং সাধারণ ক্ষেতমজুর ও গ্রামের মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিশ্চিত করবে।

মাটি খুঁড়ে উদ্ধার বিলেতি মদ, পুলিশের আচ পেয়ে পলাতক রাষ্ট্রবাদী জীবন

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ নেশার আখড়ায় পরিণত হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য। এমন কোনো জেলা মহকুমা নেই যেখানে নেশা কারবারি রা ছড়িয়ে ছিটিয়ে নেই। তার মধ্যেই অন্যতম এক নাম বিশালগড়। কিছুদিন পূর্বে জিরানিয়া মাদক কাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে রাতের আঁধারে বিশালগড়ে ও এক বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। এছাড়া ও অফিস টিলা সহ বিভিন্ন এলাকা জুড়ে নেশার হদিশ মিলেছে বহুবার। এবার অফিসটিলা স্থিত এক রাষ্ট্র বাদী ব্যক্তির বাড়ি থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ নেশা সামগ্রী। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম জীবন শীল। দীর্ঘ দিন যাবত নেশা বানিজ্য চালাচ্ছে সে এমনটাই স্থানীয় সূত্রে খবর। কিন্তু প্রমানের অভাবে এতো দিন যাবত পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিতে পারেনি। অবশেষে তার বাড়িতে হানা দিয়ে বিপুল হারে বিলেতি মদ উদ্ধার করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ। জানা যায়, জীবন শীল এর বাড়িতে মাটির নীচে পুতে রাখা ছিল বিলেদি মদ এর বোতল। বিশালগড় থানার পুলিশ গোপন খবরের ভিত্তিতে তার বাড়িতে অভিযান চালায়। বিশালগড় থানার এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর মধু চক্রবর্তী নেতৃত্বে পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী বৃহস্পতিবার দুপুরে অফিসটিলা স্থিত জীবন শীলের বাড়িতে হানা দেয়। যদিও পুলিশ আসার টের পেয়ে মদ ব্যবসায়ী জীবন শীল বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়, যার ফলে পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। পরে পুলিশ তার বাড়ির মাটির নিচ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রচুর বিলেতি মদ উদ্ধার করে। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় থানায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর মধু চক্রবর্তী জানিয়েছেন উদ্ধারকৃত অবৈধ বিলিতি মদের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার অধিক। তিনি আরো জানিয়েছেন এই ব্যাপারে পুলিশ মদ ব্যবসায়ী জীবন শীলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য, জীবন শীল দের মতো বহু নেশা কারবারি বিশালগড়ের আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে। আর তাদের কে আড়াল করছে কোনো এক প্রভাবশালী নেতা। কে সেই নেতা ? সেটা অবশ্য এই মুহূর্তেই বলা যাচ্ছে না। তবে জনমুখে চর্চিত সেই নেতার অঙ্গুলি হেলনে বিশালগড় জুড়ে বহু অপরাধ অচিরেই সংগঠিত হয়ে চলেছে বলে শোনা যাচ্ছে। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে পুলিশ প্রশাসন এই নেশার কারবারি দের সমূলে উৎখাত করতে আদৌ পারে কিনা।

স্মার্ট সিটির ড্রেন সংস্কারে উন্নয়নের নামে আমজনতার জীবনে মরণফাঁদ

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় চলা ড্রেন সংস্কার এখন সাধারণ মানুষের জন্য বিপদের অন্য নাম হয়ে দাঁড়িয়েছে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘদিন ধরে চলছে খোঁড়াখুঁড়ি, কিন্তু কাজের ধীরগতি ও অব্যবস্থাপনার কারণে নাগরিকরা পড়ছেন চরম দুর্ভোগে। আগরতলার ভাটি অভয়নগর পশ্চিমপাড় এলাকায় সম্প্রতি ঘটে গেছে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। জানা গেছে, রাস্তার ধারে গভীর একটি গর্ত খুঁড়ে রেখে চলে যায় শ্রমিকরা। সেখানে কোনো সতর্কীকরণ বোর্ড বা সুরক্ষা ব্যারিকেড বসানো হয়নি। বুধবার ভোরে ওই গর্তে পড়ে গুরুতর জখম হন এক বাইক আরোহী। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দিনের পর দিন এই ধরনের বিপজ্জনক গর্ত বা অসমাপ্ত কাজ ফেলে রাখা হচ্ছে। ফলে পথচারী ও যানবাহন চালকরা পড়ছেন মারাত্মক ঝুঁকির মুখে। স্থানীয়দের দাবি, "উন্নয়ন যদি মানুষের জীবন বিপন্ন করে তোলে, তবে এমন উন্নয়ন কার স্বার্থে?" অন্যদিকে, আগরতলা পুরনিগমের মেয়র জানিয়েছেন, "উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে কিছুটা অসুবিধা হতেই পারে, তবে এসব প্রকল্প শেষ হলে নাগরিকরাই এর সুফল পাবেন।" কিন্তু প্রশ্ন উঠছে উন্নয়নের নামে কি মানুষের জীবন নিয়ে এভাবে ছেলেখেলা করা যায়? নাগরিকরা বলছেন, প্রশাসনের উচিত দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে এসব ঝুঁকিপূর্ণ স্থান চিহ্নিত করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ যতই আধুনিক হোক না কেন, যদি তা নাগরিকদের জীবনকে অনিরাপদ করে তোলে, তবে সেই উন্নয়ন কতটা "স্মার্ট" সেটাই এখন ভাবনার বিষয়।

শেখ হাসিনা কে দেওয়া হতে পারে ফাঁসির আদেশ, অপেক্ষার শেষ দিন ১৭ নভেম্বর

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ শেখ হাসিনা কে দেওয়া হবে মৃত্যু দণ্ড। এই খবর ছড়িয়ে পরতেই আবারো উত্তপ্ত বাংলাদেশ। জুলাই আগস্ট গনহত্যার মামলায় প্রধান অভিযুক্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাঁজা বাবদ মৃত্যু দণ্ডের ঘোষণা দিতে পারে আদালত। এমনটাই গুঞ্জন চলছে। ইতিমধ্যেই রায় ঘোষণার দিনক্ষণ নির্ধারিত করা হয়ে গেছে। আগামী ১৭ই নভেম্বরেই রায় দেবেন শীর্ষ আদালতের বিচারপতি। বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী , সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল সহ তিন জনের বিরুদ্ধে জুলাই আগস্ট এর গনহত্যার দায়ে মামলা দায়ের করা হয়। মানবতা বিরোধী অপরাধ এর মামলা দায়ের হয় তাদের বিরুদ্ধে। এই মামলা দীর্ঘ এক বছর যাবত চলার পর আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল রায়দানের দিন ঘোষণা করেছে। ট্রাইব্যুনাল ১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মোঃ গোলাম মরতুজা মজুমদারের নেত্রিত্বাধীন তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেল আজ ১৩ই নভেম্বর বেলা ১২টা ৯ মিনিটে এই রায় ঘোষণার দিন নির্ধারণ করেন। তিন অভিযুক্তের মধ্যে একজন ছিলেন প্রাক্তন পুলিশের ডিজি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন, যিনি রাজ সাক্ষী হয়েছেন এবং দোষ শিকার করেছেন। আগামী ১৭ই নভেম্বর সোমবার রাজসাক্ষ বাক্য মূলে শেষে দোষী দের মৃত্যু দণ্ডের সাঁজা ঘোষণা করা হবে বলেই আশাবাদী প্রসিকিউটর মিজানুল ইসলাম। এদিকে রায় ঘোষণার দিন ক্ষণ ঠিক হতেই বাংলাদেশে নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ''লকডাউন'' কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা দেশ ব্যাপি আগুন ও ককটেল বিস্ফোরণ ঘটছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে। ঢাকা মুন্সিগঞ্জ গাজিপুর টাঙ্গাইল সিলেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফরিদ পুর সহ বহু জায়গায় সকাল থেকেই অশান্তির খবর উঠে এসেছে। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালে কোটা বিরোধী আন্দোলন ও গণ অভ্যুত্থানের জেরে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন শেখ হাসিনা। উনার বিরুদ্ধে গৃহীত মামলায় ৮৪ জন এর সাক্ষ্য বাক্য নেওয়া হয়। তার মধ্যে ট্রাইব্যুনালে জবানবন্দি দেন ৫৪ জন। এখন আগামী ১৭ই নভেম্বর আদালত হাসিনা ও বাকি অভিযুক্ত দের কি সাঁজা শোনায় সেটাই দেখার অপেক্ষা।

এনএসআরসিসি তে ঢুকতে হলে চাই আই কার্ড, দিতে হবে প্রতি মাসে ১০০ টাকা

খবরে প্রতিবাদ, ১৩ নভেম্বর ঃ আগরতলা এনএসআরসিসি ইনডোর স্টেডিয়ামে ঢুকতে হলে এবার থেকে লাগবে আইডি কার্ড। আর প্রতি আইডি কার্ড বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। অভিভাবকদের প্রশ্ন, এবার কি তবে প্রতি জনে জনে আই কার্ড বানাবেন ? নাকি বাচ্চাদের একাই ছেড়ে দিয়ে যাবেন। এক কথায়, ব্যবসা শুরু করেছে এনএসআরসিসি সংস্থা। আর এই চিত্র বিগত ৩৫ বছরেও দেখা যায়নি। বুধবার এই প্রসঙ্গে তুমুল উত্তেজনা তৈরি হয় স্টেডিয়াম এর বাইরে। ক্ষুব্ধ অভিভাবকেরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে গেইটের বাইরে দারিয়েই প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। বিগত এতো বছর যাবত অভিভাবকেরা তাদের বাচ্চদের এই স্টেডিয়ামে নিয়ে আসছেন। কখনো তাদের কে এধরণের শর্ত দেওয়া হয়নি। শিশু দের জন্যে তাদের অভিভাবকেরা প্রায়শই বাইরে বসে অপেক্ষা করেন। এক এক দিন এক এক অভিভাবক তাদের নিয়ে আসেন। তবে কি প্রতি জনে এখন থেকে আইকার্ড রাখবেন ? এটা কি আদৌ সম্ভব ? অভিযোগ মঙ্গল বারেই এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এনএসআরসিসির পক্ষ থেকে। আর তা শুনে বেজায় চটে গেছেন অভিভাবকেরা। বিগত ৩৫ বছর এর ও বেশি সময় যাবত চলছে এই স্টেডিয়াম। কখনো এমন হয়নি। এমনকি অভিভাবকদের অভিযোগ কোন ধরণের নিয়মানুবর্তিতা ছাড়াই চলছে স্টেডিয়ামটি। কোন সেশান ছাড়াই চলছে ভর্তি। দুর্গা পুজোর আগেও ভর্তি হচ্ছে, আবার পরেও ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। বছরের শুরু কিংবা শেষ যে কোনো সময়ের ভর্তি করানো হচ্ছে শিশু দের। এতে করে কোন বাচ্চাটি কোন সেশানে ভর্তি হচ্ছে, এতে করে তারা আদৌ সঠিক ভাবে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে কিনা সেই নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এক কথায় টাকা দিলেই যে কেউ যখন খুশি ভর্তি হতে পারছে এখানে। এক প্রকার ব্যবসা চলছে এনএসআরসিসি তে এমনটাও অভিযোগ করছেন অভিভাবকেরা। তাদের মর্জি মাফিক ভাবেই চলছে এখন স্টেডিয়াম। পূর্বে এমন ছিল না। এতো বছর যাবত অভিভাবকেরা তাদের বাচ্চাদের নিয়ে আসছেন এখানে। এমন চরম পর্যায়ের অব্যবস্থাপনা তারা এর আগে কখনোই দেখেন নি এমনটাই জানান তারা। এই নিয়ে গতকাল থেকেই তুমুল উত্তেজনা ছিল। আজ কেও বাচ্চাদের নিয়ে তাদের মা বাবা স্টেডিয়ামে গেলে তাদের কে ১০০ টাকা দেবার কথা বলতেই চটে যান তারা। এই নিয়ে দুপুর থেকেই গেইটের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করছিলেন অভিভাবক মহল। যা নিয়ে রীতিমতো চারিদিকে সংবাদ চাউর হয়ে পরে। অতঃপর অভিভাবকদের ক্ষোভের মুখে পরে এবং খবরের চাপে পরে কোনোক্রমে নিজদের মান বাঁচাতে গোটা বিষয়ের মোড় ঘুড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন এদিন কর্তৃপক্ষ। অবশেষে ১০০ টাকা মাসিক দেওয়ার বিষয় থেকে সরতে হয়েছে পোস্ট কাউন্সিলের সচিব কে। কিন্তু তাদের বক্তব্য অভিভাবকেরা নাকি বিষয়টি কে ভুল পথে নিয়ে গেছেন কিংবা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যদিও অভিভাবকেরা যে সত্য বলছেন তা অকপটে বলা যায়। এক যোগে এতো জন অভিভাবকের কথা খণ্ডন করা যায়না। যাই হোক, অভিভাবকদের অভিযোগ এর ভিত্তিতে এবার এনএসআরসিসির পরিচালন কমিটির টনক নড়ে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751